

সূরা আল ফাতহ-৪৮

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

প্রথ্যাত আলেমগণের সবারই এই অভিমত যে হৃদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের পরে ষষ্ঠি হিয়রীর জিলকদ মাসে হয়রত মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় ফিরছিলেন তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সন্ধিটি ইসলামের ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা আর সেজন্যই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছেটখাট বিষয়াদির বিবরণও ইসলামের ইতিহাসে স্থলে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময় সম্বন্ধে পূর্ণ মতেক্য রয়েছে। এই সূরার নাম আল ফাতহ (বিজয়)। এই নামকরণ খুবই সার্থক ও যুক্তি-যুক্ত রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধি একটি রাজনৈতিক পরাজয় মনে হলেও পরিশেষে তা হয়রত নবী করীম (সাঃ) এর জন্য অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার পরিচায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা এর ফলে মক্কা-বিজয় সহজে সংঘটিত হলো এবং এরই ফলে সারা আরব দেশে অভাবিতভাবে ইসলামের বিজয়-ঝাঙ্গা উড়োন হলো। পূর্ববর্তী সূরায় শেষের দিকে মু'মিনদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছিল। এই সূরা অতি পরিষ্কার ও দ্যর্ঘনীয় ভাষায় ঘোষণা করছে, প্রতিশ্রূত বিজয়ের দিন এখন আর অনিশ্চিত দূরের বৎসর নয়, বরং সেই দিন অতি সন্তুষ্টিকৃতে। বিজয় এতই সন্তুষ্টিকৃত যে তা এখনই এসে গেছে বললেই চলে। এই বিজয় এতই পূর্ণ ও প্রভাব-বিস্তারী হবে যে সংশয়ী ব্যক্তিও একে অস্বীকার করতে পারবে না।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে আরম্ভ হয়েছে যে প্রতিশ্রূত বিজয় দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছে। এই বিজয় হবে পরিষ্কার, চূড়ান্ত ও সুদর্শনসারী। মহানবী (সাঃ)কে আরো জানানো হলো, এই বিজয়ের ফলে এত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করবে যে নবদীক্ষিতদেরকে ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণ প্রত্তি ব্যাপারে শিক্ষিত ও অভ্যন্ত করে তোলা এক বিরাট ও প্রায় দুশোধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব এই সুমহান কার্য সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য মহানবীর উচিত আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার কাছে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করাও উচিত যাতে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও মানব-সুলভ দুর্বলতার কারণে এই কর্ম-সম্পাদনে কিছু ক্রটি-বিচুর্ণি থেকে না যায়। অতঃপর বলা হয়েছে, হৃদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ণ তাংপর্য সঠিক মূল্যায়নের অভাবে মু'মিনগণ কিছুটা আশাহত হলেও আল্লাহ তাআলা শীঘ্ৰই তাদের মনে শাস্তি ও স্বন্তি প্রদান করবেন এবং যে আনন্দ এখন অবিশ্বাসীরা উপভোগ করছে তা অতি ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হবে। মু'মিনগণকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, সন্ধিপত্রে দন্তখত করে মহানবী (সাঃ) বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি, এরপ মনে করা কোন মু'মিনেরই উচিত হবে না। কেননা তিনি (সাঃ) হলেন আল্লাহ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁর সকল কাজই আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় বা হেদায়াতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। মু'মিনদের উচিত, তাঁর প্রতি আস্তা রাখা, তাঁকে সাহায্য করা ও শ্রদ্ধা করা। সূরাতে এই কথাও বলা হয়েছে, মু'মিনরা ঐ সময়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছিল যখন তাঁরা 'বৃক্ষের মীচে' বসে রসূলে পাক (সাঃ) এর আনুগত্য করার এরূপ শপথ নিয়েছিল যে তাঁরা মহাবিপদের মুখেও তাঁর পাশে দাঁড়াবে, এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিবে কিন্তু তাকে বিসর্জন দিবে না। এটা আল্লাহ তাআলারই এক পরিকল্পনা ছিল যে ঐ সময়ে যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মকায় সেই সময়ে বেশ কয়েকজন নিবেদিত-প্রাণ, সত্য-সরল প্রাণ মুসলমান বাস করতেন, যাদেরকে মদীনার মু'মিনগণ জানতেন না। ঐ সময় যুদ্ধ হলে ঐ মুসলমানগণ অজান্তেই মারা পড়তেন। অতঃপর মুনাফিক ও পশ্চাদপসরণকারীর দলকে ভৰ্তুনা করা হয়েছে এবং তাদের দৈত-নীতিকে উলঙ্গভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যখনই তাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয় তারা নতুন নতুন বাহানা আবিষ্কার করে পিছনে থেকে যায়। কিন্তু তাদের এই মিথ্যা বাহানা ও ওজর-আপত্তি তাদের আত্ম-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সূরাটি শেষ দিকে পুনরায় এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে হৃদায়বিয়ার সন্ধি এক বিরাট ও প্রকাশ্য বিজয় বলে প্রমাণিত হবে এবং এই বিজয়ের পিছনে আরো অনেক বিজয় ছুটে আসবে, এমন কি আশেপাশের দেশগুলো মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যাবে।

সূর আল ফাতহ-৪৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৩০ আয়াত এবং ৪ রুক্ত

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি^{১৭৩}

إِنَّا فَتَخَلَّقَ كَلْئَفَقًا مُبِينًا^⑦

১৭৩। “সুস্পষ্ট বিজয়” কথাটি মনে হয় ‘ভদ্রায়বিয়ার সন্ধি’কে বুঝাচ্ছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রগাঢ়ানযোগ্য যে মদ্দনী জীবনের প্রথম ছয় বছরে যদিও মহানবী (সাঃ) তাঁর শক্তিদের বিরুদ্ধে এত বড় বড় বিজয় অর্জন করেছিলেন যে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তথাপি কুরআনে এসব বিজয়ের একটিকেও প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা হয়নি। এই মহাসম্মান একমাত্র ভদ্রায়বিয়ার সন্ধির জন্য সংরক্ষিত ছিল। অথচ এই সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যত মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ছিল এবং ইসলামের সম্মানের প্রতি এক অসহনীয় আঘাত ছিল, এতই অসহনীয় ছিল যে হ্যারত উমর (রাঃ) এর মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও দুঃখে ও লজ্জায় উচ্চেঃস্বরে বলে উঠেছিলেন, এই শর্তাবলী যদি মহানবী (সাঃ) ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হতো তাহলে তিনি এগুলোকে ঠাণ্টা করে উড়িয়া দিতেন (হিশাম)। প্রকৃতকেক্ষ নিশ্চিতভাবেই এই সন্ধি একটি মহাবিজয় ছিল এই কারণে যে এটা ইসলামের বিস্তৃতি, প্রচার ও প্রসারের পথ অবারিতভাবে খুলে দিল, যার ফলে মক্কার পতন ও সারা আরবের বিজয়ের চাবি মুসলমানদের হাতে এসে গেল। মহানবী (সাঃ) এর জন্য এই সন্ধি ছিল মহাকুশলীর বিজয়-চাল, যার ফলে তাঁর ‘রাজনৈতিক মর্যাদা, কুরায়শদের স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদার সমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হয়ে গেল।’ (মোহাম্মদ এ্যাট মেডিনা’ বাই মন্টগোমারী ওয়ার্ট)

মহানবী (সাঃ) স্থগী দেখেছিলেন, তিনি তাঁর একদল সঙ্গী নিয়ে কাঁবাগ্হের তাওয়াফ করছেন। এই স্থগীকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য তিনি ১,৫০০ জন সাথী নিয়ে ‘উমরা’ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেই পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে রওয়ানা হলেন, যে মাসগুলোতে ইসলামের পূর্ব থেকেই আরবদেশের রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তিনি যখন মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ‘উসফান’ নামক স্থানে পৌছলেন (৬২৮ খঃ) তখন তিনি তাঁর পূর্বে-পাঠানো দূতের মারফত অবহিত হলেন যে কুরায়শরা কোন অবস্থাতেই মহানবীকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। এই অদ্বৃত্ত দলের নেতা ছিলেন আবুবাদ বিন বিশর। যুদ্ধ পরিহার করার মানসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাস্তা পরিবর্তনপূর্বক বহু দুর্গম ও কষ্টকর প্রস্তরময় দীর্ঘপথ ঘুরে ভদ্রায়বিয়াতে পৌছলেন এবং তাবু ফেললেন। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করলেন, পবিত্র মক্কার সম্মানের খাতিরে তিনি কুরায়শদের সকল শর্ত মানতে প্রস্তুত আছেন (হিশাম)। কুরায়শরা দৃঢ় সঞ্চল ছিল, মহানবী (সাঃ) যা কিছুই বলুন না কেন, তারা কোন ক্রমেই তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। উভয় পক্ষে বহু বার্তা আদান-প্রদান করা হলো যাতে সমস্যার একটা শাস্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে।

বহু তর্ক-বিতর্ক ও সুদীর্ঘ সংলাপ সত্ত্বেও ফলপ্রসূ কিছুই ঘটলো না। মহানবী (সাঃ) নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও মান-সম্মানকে উপেক্ষা করেও কুরায়শদের সাথে একটা ন্যায়-সঙ্গত আপোয়ে উপনীত হবার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসীম দৈর্ঘ্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত একটা আপোয়-যীমাঙ্গা হলো বটে, কিন্তু চুক্তির শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক বোধ হচ্ছিল না। শর্তগুলো ছিল এইরূপঃ “দশ বৎসরের জন্য দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত করা হলো। যারা মহানবী (সাঃ) এর পক্ষাবলম্বন করতে চায় কিংবা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করতে চায় তাদেরকে অবাধে তা করতে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যারা কুরায়শদের পক্ষাবলম্বন করতে চাইবে কিংবা তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে চায় তাদেরও তা অবাধে করতে পারবে। মৈত্রী-জোট গঠনে কোন প্রকার বাধা দেয়া যাবে না। যদি কোন মুসিম ব্যক্তি অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মক্কা ছেড়ে মহানবী (সাঃ) এর কাছে গমন করে তাহলে এই মুসলিম ব্যক্তিকে মক্কায় তাঁর অভিভাবকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর কোন অনুসূরী যদি তাঁকে ছেড়ে কুরায়শদের কাছে চলে আসে তা হলে তাকে ফেরৎ চাওয়া যাবে না বা ফেরৎ দেয়া হবে না। এই বৎসর মক্কানগরীতে প্রবেশ না করেই মহানবী (সাঃ)কে মদীনায় ফিরে যেতে হবে। অবশ্য পরবর্তী বৎসরে তিনি তাঁর সাথীগণকে সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় তিনিদিন অবস্থান করতে পারবেন, তবে তারা কোষাবন্ধ তরবারী ছাড়া অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবেন না।” শর্তগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় যে এইগুলো অপমানজনক। মুসলমানগণ খুবই মনক্ষুণ্ণ হলেন। তাদের মনের গভীর দুঃখানুভূতি ও অপমানবোধ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। তৃতীয় শর্তটি একেবারে অসহনীয় ও যান্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শাস্তি ও সমাহিত। কেননা ইসলামের নৈতিক শক্তির উপর তাঁর এত গভীর আস্থা ছিল যে তিনি নিশ্চিত প্রত্যয় রাখতেন, যে ব্যক্তি একবার ইমানের স্বাদ লাভ করেছ সে এই ইমানের খাতিরে আগুনে নিষিদ্ধ হওয়াও পছন্দ করবে, তথাপি কুরুরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করবে না (বুখারী)। তাছাড়াও সে যেখানেই থাকুক না কেন ইসলামের জন্য এক শক্তির উৎসর্পণেই থাকবে। পরবর্তীকালে এই সন্ধি একটি সফল বিজয় বলে প্রমাণিত হলো। মহানবী (সাঃ) এর যে সকল

৩। যেন আল্লাহ্ তোমার (প্রতি আরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের^{২৭৬৪} ঘাবতীয় ভুলক্ষটি^{২৭৬৫} তোমাকে ক্ষমা করে দেন^{২৭৬৬}, তোমার ওপর তাঁর অনুগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেন, তোমাকে সরলসুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন*

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ
وَيُتَحَرِّرُ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْبِطُ يَكْ حِرَاطًا مُسْتَقِيمًا^৩

সাহাবী এই সন্ধি স্থাপনের কালে হৃদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তারা অত্যন্ত গৌরব বোধ করতেন এবং যথেষ্ট ন্যায়-সঙ্গতভাবেই বলতেন, এই আয়াতের “সুস্পষ্ট বিজয়” বলতে মক্কা-বিজয়কে নয়, বরং হৃদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝাচ্ছে (বুখারী)। তাঁদের মতে অন্য কোন বিজয়ই পরিণামের দিক দিয়ে এই সন্ধির ছাইতে বড় ও ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়নি (হিশাম)। আর নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং একে মহাবিজয় বলে অভিহিত করেছেন (বায়হাকী)। কুরআন একে বলেছে এক সুস্পষ্ট বিজয় (আয়াত-২), মহাসফলতা (আয়াত-৬), মহাপুরক্ষার (আয়াত-১১), নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণতম অনুগ্রহ (আয়াত-৩)। কারণ এই সন্ধিই ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ও বিজয়সমূহের সদর দরজা খুলে দিয়েছিল।

২৭৬৪। এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে অনেকেই কদর্থ করেছেন। আরবী বাগ্ধারা ও ব্যবহার বীতি সম্বন্ধে তান না থাকায় খৃষ্টান লেখকেরা ভুলবশত এই অর্থ করেছেন যে মহানবী (সাঃ) হয় তো কখনো নৈতিক ভাস্তিতে পতিত হয়েছিলেন। মুসলমানদের এটা ঈমানের অঙ্গ যে আল্লাহর নবীগণ নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করেন এবং আজীবন নিষ্পাপ থাকেন। এটাই কুরআনের শিক্ষা, তাঁরা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে কিছু বলেন না এবং কিছু করেনও না (২১:২৮)। যেহেতু তাদেরকে মানুষের পাপ-মুক্তির জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে, সেহেতু এটা স্বাভাবিক যে তাঁরা স্বয়ং পাপ করতে পারেন না। তদুপরি মহানবী (সাঃ) হলেন সকল নবীর উর্বরে শীর্ষস্থানীয়, পবিত্র নবীদের মধ্যে পবিত্রতম। কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে যা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জোরালো ভাষায় নবী করীম (সঃ) এর নিষ্পাপ-নিষ্কলক্ষ, পুত-পবিত্র জীবনের সাক্ষ প্রদান করছে (যেমন-২১:১৩০, ৩:৩২, ৩:১৬৫, ৬:১৬৩, ৭:১৫৮, ৮:২৫, ৩:৩২, ৪:১১, ৫:৮৩-৪, ৬:৮৫ এবং ৮:১২০-২২)। লি-ইয়াগফিরার অর্থ ২৬১২ টীকায় দেখুন।

২৭৬৫। নবী করীম (সাঃ) এর মত এত উচ্চমার্গের কোন মানুষ, যিনি নৈতিক অধঃপতনের গর্তে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে ফেলেন তিনি কখনো বিদ্যুমাত্র নৈতিক দোষে দোষী হতে পারেন না। তবুও তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা অনর্থক দোষারোপ করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে নিষ্কল চেষ্টা করেছে। এই আয়াতের একটি সোজা-সরল শব্দ হলো ‘যানবুন’। এই ‘যানবুন’ শব্দটির আশ্রয় নিয়ে চরিত্র হননের অপচেষ্টা করা হয়েছে। আসলে এই শব্দটির অর্থ হলো মানুষের স্বভাব-সুলভ দুর্বলতা ও ভাস্তি যা অনিষ্টকর ফলোদয় ঘটায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুত বিজয় আসার সাথে সাথে এত অগণিত লোক ইসলামে প্রবেশ করবে যে তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাদের চারিত্রিক পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন এক দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে। সেই কাজে অনেক স্বাভাবিক ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে। এই আয়াতে বুবানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)কে ঐসব ক্রটি-বিচ্যুতির অঙ্গত ফলাফল থেকে রক্ষা করবেন। এই জন্যই কুরআনের যেসব স্থানে মহানবী (সাঃ)কে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাঁর মানব-সুলভ অসামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা তাঁর সুমহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াবে। এখানে প্রধিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ‘জুনাহ’ ‘জুবর’ ‘ইসম’ এবং ‘যনব’ এই চারটি শব্দ কাছাকাছি ধরনের অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি শব্দ আল্লাহ্ তাআলা নবীগণের সম্বন্ধে কুরআনে একটি স্থানেও ব্যবহৃত হয়নি। এ দ্বারা স্পষ্ট বুবা যায়, এ তিনটি শব্দের যে মন্দ তাংপর্য রয়েছে, ‘যানব’ শব্দটির বাগ্ধার অনুযায়ী ‘যানবাকা’ অর্থ দাঁড়াবে, ‘তুমি যেসব অপরাধ করেছ বলে তারা অপবাদ দেয়,’ অথবা ‘তোমার বিরুদ্ধে তারা যেসব অপরাধ করেছে।’ ‘যানব’ শব্দটির শেষোক্ত অর্থটি নিলে এই আয়াতের ‘লাকা’ শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে ‘তোমার খাতিরে।’ কুরআনের অন্যটি (৫:৩০) ঠিক এই ধরনের একটি দ্রষ্টান্ত হলো : ‘ইসমী’ (আমার পাপ), যার সঠিক তাংপর্য হলো “আমার বিরুদ্ধে যে সকল পাপকার্য সংঘটিত হয়েছে।” এইভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াছে, হৃদায়বিয়ার সন্ধি যা মহানবী (সাঃ) এর জন্য মহাবিজয়ের সূচনা করলো। তাঁর ফলে নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যেসব পাপ, অপরাধ, দোষ ইত্যাদি শক্রূর এতদিন আরোপ করে আসছিল যথা,— তিনি প্রবৰ্থক, জুয়াচোর, আল্লাহ্ ও মানবের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী ইত্যাদি— তা সব কিছুই মিথ্যা প্রতিপন্থ হবে। কেননা সকল প্রকারের শক্র-মিত্র এখন মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা ও আলাপ-আলোচনার সুযোগে তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অবগত হতে পারবে। এই অর্থ হতেও আপত্তি নেই যে তোমার শক্রূর তোমার বিরুদ্ধে যে সব পাপকার্য ও অপরাধ করেছে, কেবল তোমারই খাতিরে তাদের সেই সব পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে তা ঘটেছিল। যখন মক্কার পতন ঘটলো এবং আরব জাতি ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তাদের পূর্বকৃত পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হলো। প্রসঙ্গে এই অর্থই সমর্থন করে। অন্যথায় ‘যানব’ শব্দের অর্থ ‘পাপ’ ধরে নিয়ে, এখানে পাপ-মোচনের কথা বলা হয়েছে মনে করলে রসূরে করীম (সাঃ) এর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ ও তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ বর্ষণ কথাগুলোর সাথে পাপ-মোচনের কথা মোটেই খাপখায় না। অতএব এই অর্থ এখানে আচল, উপরে বর্ণিত অর্থ ও ব্যাখ্যাই সঠিক ও যথার্থ।

৪। এবং আল্লাহ্ যেন তোমাকে সশানজনক (ও) বিজয়দানকারী সাহায্যে ভূষিত করেন^{২৭৬৭}।

৫। তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশাস্তি^{২৭৬৮} অবতীর্ণ করেছেন যেন তারা তাদের (পূর্বের অর্জিত) ঈমানের সাথে (তাদের) ঈমান আরো বাড়াতে পারে। আর আকাশসমূহের ও পথিবীর সৈন্যদল আল্লাহ্‌রই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৬। (এ জন্য ঈমান বাড়ানো হবে) যেন তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে একপ জান্মাতসমূহে প্রবেশ করান যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং (এ জন্যেও ঈমান বাড়ানো হবে যেন) তিনি তাদের সব দোষক্রটি দূর করে দেন। আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ হলো এক মহা সফলতা।

★৭। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে কুধারণা পোষণকারী মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের খ্তিনি (যেন) আয়াব দেন। দুর্ভাগ্যের চক্র তাদের বিরুদ্ধেই ঘূরবে। আল্লাহ্ তাদের ওপর রেগে আছেন এবং তাদের অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি তাদের জন্য জাহানাম তৈরি করেছেন এবং তা হলো অতি মন্দ ঠাঁই।

দেনুন : ক. ৮৯৩০, ৬৪৪১০, ৬৬৯৯ খ. ৩৩৪২৫ গ. ৯৯৯৮।

২৭৬৬। “তোমার (প্রতি আরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলক্রটি” কথাগুলো দ্বারা রসূলে পাক (সাঃ) এর বিরুদ্ধে শক্তদের দ্বারা অতীতে আরোপিত এবং ভবিষ্যতে আরোপিতব্য অপরাধের অভিযোগগুলো বুঝায়। এই অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণভাবে মিথা প্রমাণিত ও অপসারিত হবে এবং রসূলে পাক (সাঃ) সম্পূর্ণ পরিত্ব ও নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক সাব্যস্ত হবেন।

★ [প্রারম্ভিক ২-৩ আয়াতে মু'মিনদের এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তারা মহান বিজয় লাভ করবে। ৩ আয়াতে মহানবী (সা:) সম্পর্কে ‘যাস্থ’ শব্দটি আরোপিত হয়েছে। এ শব্দটি দিয়ে পাপ বুঝানো হচ্ছিল। এর অর্থ এ নয়, যেভাবে পূর্বে তুমি পাপ করতে সেভাবে ভবিষ্যতেও পাপ করতে থাকলে তোমার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, বরং এর অর্থ হলো তাঁর (সা:) সারাটি জীবন এ কথার সাক্ষ্য দেয়, তিনি পূর্বেও যেভাবে পাপ থেকে পবিত্র ছিলেন, সেভাবেই আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও পাপ থেকে তিনি তাঁকে (সা:) রক্ষা করবেন। এমন কি তিনি তাঁকে (সা:) চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুগ্রহে ভূষিত করবেন। এখানে ‘অনুগ্রহ’ বলতে নবুওয়ত বুঝানো হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উন্মুক্ত অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৬৭। হৃদায়বিয়ার সন্ধির পরে পরেই আল্লাহ্‌র বিরাট সাহায্য নেমে আসে এবং আরব ভূমিতে এমন বিদ্যুৎবেগে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে যে দেখতে দেখতে মহানবী (সাঃ) একজন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

২৭৬৮। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হৃদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো দ্বারা যদিও মুসলমানেরা সাময়িকভাবে মনক্ষণ হয়েছিলেন তবু আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর ময়দানে ও জেহাদের ক্ষেত্রে তাদের মনের প্রশাস্তি সামান্যতম ক্ষুণ্ণ হয়েন। তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে ঐশ্বী সেনাদল তাঁদের সাথে আছেন। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, হৃদায়বিয়াতে যখন একটি ওজব ছড়িয়ে পড়লো যে মক্কাবাসীদের কাছে প্রেরিত মহানবী (সাঃ) এর দূর হয়ে আসে তখন মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাঁর কাছে বয়াত (অঙ্গীকার) করতে আহ্বান জানালেন যে হযরত উসমান (রাঃ)কে হত্যা করা হয়েছে তখন মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাঁর কাছে বয়াত করতে আহ্বান জানালেন যে হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁরা তাঁর পতাকাতলে সমবেতভাবে প্রাণপণ মৃদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে কিনা। তখন প্রত্যেকটি মুসলমান বিনা ব্যক্তিক্রমে নির্দিষ্ট নিজ নিজ মুখে উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁরা প্রস্তুত।

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا^③

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السِّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودٌ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةً^④

تَيْدِخَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاحَ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَلَكُفَّارُ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا^⑤

وَيُعَذِّبَ السُّفِيقِينَ وَالسُّفِيقَاتِ وَالشُّرِيكِينَ وَ
الشُّرِيكَاتِ الظَّاهِرَاتِ بِإِنْهِمْ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَأْرَةً
الشُّوَّاءَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَذَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا^⑥

৮। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদল আল্লাহরই। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَإِلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

৯। নিচয় আমরা তোমাকে এক সাক্ষী, *সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরপে পাঠিয়েছি

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

১০। যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাকে সাহায্য কর এবং তাকে *সম্মান কর। আর তোমরা সকালসন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

إِتُّوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَعِزْرُوهُ وَتُوْقِرُوهُ وَ
تُسْتَحْوِهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

১১। যারা তোমার বয়াত করে^{২৭৬৯} তারা নিচয় আল্লাহরই বয়াত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপরে রয়েছে। যে-ই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (এর পরিণাম) তার ওপরই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি নিচয় তাকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ يُبَأِ مَعْوِنَكَ إِنَّمَا يُبَأِ عَوْنَوْنَ اللَّهُ يَدِ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَسَيُؤْتَيْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا

১২। মরহুবাসীদের মাঝে যাদেরকে পেছনে^{২৭৭০} ছেড়ে আসা হয়েছিল তারা নিচয় তোমাকে বলবে, ‘আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারপরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিল। অতএব আমাদের জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর।’^৩ তারা মুখে সেই কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তুমি বল, ‘আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে বা তোমাদের কোন কল্যাণ সাধন করতে চাইলে কে আছে, যে তাঁর (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে? আসল কথা হলো, তোমরা যা-ই করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

سَيَقُولُ لَكَ الْخَلْقُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ شَغَلَتْنَا
أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَأَسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِالسَّيْرِ
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَنْلَاكُ لَكُمْ قِنَ الْمُ
شِئْنَا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ
كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيبًا

দেখুন : ক. ২৫৪৫৭, ৩৩৪৪৬, ৩৫৪২৫ খ. ৫১৩ গ. ৩৪১৬৮।

২৭৬৯। এখানে ঈ আনুগত্যের শপথ ও প্রতিজ্ঞার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, যে প্রতিজ্ঞা মুমিনগণ মহানবী (সাঃ) এর কাছে হৃদায়বিয়ার বৃক্ষতলে শপথসহ উচ্চারণ করেছিলেন (বুখারী)।

২৭৭০। মদীনার আশে-পাশের বেদুইন গোত্রগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তারাও যেন মকায় ‘উমরাহ’ পালনের জন্য ১৫০০ মুসলমানের দলের সঙ্গে শামিল হয়। কেননা এই প্রতিবেশী গোত্রগুলোর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ভাল ছিল। যদিও মহানবী (সাঃ) নিছক শাস্তিময় উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা হলেন তথাপি মরহু-গোত্রের লোকেরা ভাবলো যে কুরায়শ্রা কখনো মুসলমানদেরকে মকায় প্রবেশ করতে দিবে না। এই কারণে যুদ্ধ বেধে যাওয়াও বিচ্ছিন্ন নয়। মুসলমানরা যুদ্ধাত্মক বড় একটা সাথে নিছে না, যুদ্ধ বেধে গেলে অন্তর্হীন মুসলমানদের পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী। এমতাবস্থায় তারা মনে করলো, মহানবী (সাঃ) এর সাথে গোত্রগুলোর সঙ্গ দান তাদের নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল হবে (মুইর ও কাসীর)। এই আয়াতটি তারুকের যুদ্ধের সময়ে যে গোত্রগুলো মুসলমানদের সঙ্গে যোগদানের পরিবর্তে পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্বন্ধেও হতে পারে। কেননা সূরা ‘তাওবাতে’ তাদের সম্বন্ধে একই ধরনের শব্দাবলীই ব্যবহৃত হয়েছে।

★ ১৩। বরং এ রসূল ও মু'মিনরা নিজেদের পরিবারপরিজনের কাছে আর কখনো ফিরে আসবে না বলে^{১১১} তোমরা ধারণা করছিলে। আর এ (ধারণাটি) তোমাদের অন্তরে সুন্দর করে দেখানো হয়েছিল। আর তোমরা কুধারণা পোষণ করছিলে এবং তোমরা এক ধর্মসমূখী জাতি হয়ে গেলে।'

১৪। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি যে ঈমান আনে না, (এরপ) অঙ্গীকারকারীদের জন্য ক্ষামরা অবশ্যই লেলিহান আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৫। *আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি গ্যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান আয়াব দেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৬। তোমরা যখন যুদ্ধলক্ষ্ম সম্পদ পাওয়ার জন্য যাবে তখন পেছনে ছেড়ে আসা লোকেরা অবশ্যই বলবে, ‘তোমাদের সাথে আমাদেরও আসতে দাও।’ তারা আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত বদলে দিতে চায়। তুমি বল, ‘তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে আসতে পারবে না’^{১১২}। আল্লাহ্ আগে থেকেই তোমাদের সম্পর্কে এ (সিদ্ধান্তের কথা) বলে দিয়েছিলেন। এতে তারা বলবে, ‘তোমরা তো বরং আমাদের হিংসা করছ।’ সত্য তো এটাই, তারা অতি সামান্যই বুঝে।

দেখুন : ক. ১৮:১০৩, ২৯:৬৯, ৩৩:৯, ৭৬:৫ খ. ৪০:১৭ গ. ৩:১৩০, ৫:১৯

২৭৭১। ইচ্ছাই চিন্তার জন্মাদাতা। অশুভ ইচ্ছা অশুভ চিন্তার জন্ম দেয়। তাই যখনই নবী করীম (সাঃ) কোন অভিযানে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাতেন তখনই মুনাফেকরা মনে মনে এই আশাই পোষণ করতো যে এই দুর্বল ও অল্প সংখ্যক মুসলমান এই অভিযান থেকে তাদের পরিবারের কাছে কখনো ফিরে আসবে না। অতএব কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে তারা মুসলমানদের অভিযানগুলো থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু তাদের হীন বাসনা কখনো চরিতার্থ হতো না। তারা ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য বরণ করতো। কেননা প্রত্যেকটি অভিযান থেকেই মুসলমানেরা বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরতো।

২৭৭২। খয়বরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যে বিস্তর গণিমতের মাল (পরাজিত শক্তির পরিত্যক্ত মাল) এসেছিল, এই আয়াতে সেটির কথা বলা হয়েছে। হৃদায়বিয়া থেকে ফিরবার পথে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। ২০ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিরাট গণিমতের মাল প্রাপ্তির প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছিল। হৃদায়বিয়া থেকে ফিরবার অল্পদিনের মধ্যেই মহানবী (সাঃ)কে খয়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হলো। কেননা তারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিঙ্গ ছিল। বেদুঈন গোত্রেরা, যারা উমরা’র জন্য যাত্রাকালে নবী করীম (সাঃ) এর সাথে মক্কা গমনে পরামুখ ছিল, এখন মুসলমানদের ক্রমোন্নতি দেখে তাবলো খয়বরের এই অভিযানে যোগ দিলে গণিমতের মালের একটা ভাল অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন তারা মুসলিম বীর সৈনিকদের সাথে অভিযানে যোগদানের জন্য মহানবী (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ জানালো। তিনি (সাঃ) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, যেহেতু গণিমতের মাল প্রাপ্তির প্রতিশ্রূতি কেবল ঐ সকল মুসলমানের সাথে সম্পর্কিত যারা হৃদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন, সেহেতু তারা এই অভিযানে শরীক হতে পারে না।

بَلْ ظَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَغْلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَّا أَهْلِيْهِمْ أَبْدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ كُمْرَةٍ
ظَنَّتُمْ طَقَ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُحْرًا ⑯

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِإِلَهٍ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلْكُفَّارِ سَعِيرًا ⑯

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑯

سَيَقُولُ الْخَلْقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَائِنِهِ
لَتَأْخُذُوهَا ذُرُّ وَنَا نَتَعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
يُبَيِّنَ لَنَا كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَشْبِعُونَا كَذِيلَكُمْ قَالَ
اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ مَسِيقُولُونَ بَلْ تَخْسِدُونَ بَلْ
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑯

১৭। যেসব মরণবাসীকে পিছনে ছেড়ে আসা হয়েছিল তুমি তাদের বল, ‘অচিরেই এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) তোমাদের ডাকা হবে^{১৭৩}। যতক্ষণ তারা আস্থাসমর্পণ না করে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে। অতএব তোমরা আনুগত্য করলে আল্লাহ তোমাদের অতি উত্তম পুরস্কার দান করবেন এবং যেভাবে পূর্বে তোমরা পিটটান দিয়েছিলে সেভাবে পিটটান দিলে তিনি তোমাদের অতি যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দিবেন।’

১৮। (জিহাদে যোগ না দিলে) ক্ষেত্রে কোন দোষ নেই, খোঁড়ার ক্ষেত্রেও কোন দোষ নেই এবং পীড়িতের ক্ষেত্রেও কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে একপ জালাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে অতি যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দিবেন।

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন^{১৭৪} যখন তারা গাছের নিচে তোমার বয়াত করছিল এবং তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তিনি জানতেন^{১৭৫}। সুতরাং তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে এক আসন্ন বিজয়ের (সুসংবাদ) দান করলেন^{১৭৬}

দেখুন : ক. ৯৯১ খ. ৪৪১৪, ২৪৪৫৩, ৩৩৪২

২৭৭৩। এখানে “দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতি” বলতে রোম সাম্রাজ্য বা পারস্য সাম্রাজ্যকে বুঝিয়ে থাকবে। কারণ মুসলমানেরা এ পর্যন্ত যতগুলো শক্র-শক্তির মোকাবেলা করেছে তাদের সকলের চাইতেই এই দুটি শক্তি ধন-জন ও শৈর্য-বীর্যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে মুসলমানদের এই পরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ শক্র-শক্তির সঙ্গেও অচিরেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ও পদানত করে ছাড়তে হবে। পশ্চাতে পরিত্যক্ত দলকে বলা হচ্ছে যে যদিও ইহুদীদের বিরুদ্ধে খয়বরের যুদ্ধে গমন ও গণিতের মালে অংশ গ্রহণে তাদেরকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে না, তথাপি তাদেরকে নিকট ভবিষ্যতে এর চাইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানানো হবে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি তারা তখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা ভালভাবে পুরস্কৃত হবে। এই আয়াতে এটা মনে করা যায় যে রোমীয় সাম্রাজ্যের ও ইরান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে বিরাট যুদ্ধ হতে যাচ্ছে সেই যুদ্ধগুলো অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

২৭৭৪। গুজর ছড়িয়ে পড়েছিল, নবী করীম (সা:) হৃদায়বিয়া থেকে মক্কার কুরায়শদের সাথে আলোচনার জন্য দৃতরূপে যে উসমান (রাঃ)কে তাদের নিকট পাঠিয়া ছিলেন, কুটনৈতিক রীতি-বীতি ও শুদ্ধাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা সেই দৃত উসমান (রাঃ)কে হত্যা করে ফেলেছে। এই মিথ্যা সংবাদে মহানবী (সা:) মুসলমানদেরকে বললেন, চিরকালের সম্মানজনক ও প্রচলিত রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যদি তারা এমন গর্হিত কার্য করে থাকে তাহলে যুদ্ধই হবে এর সমুচিত জওয়াব। তোমরা অস্ত্রহীন, তোমরা কি এই সুমহান সার্বজনীন ‘দৌতানীতি’ লজ্জনের প্রতিবাদে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত? তখন সমবেত মুসলমানগণ প্রত্যেকে হৃদায়বিয়ার একটি বাবলা গাছের নীচে হ্যুর আকরাম (সা:) এর হাতে হাত রেখে জীবন-পণ যুদ্ধের এক অনন্য সাধারণ শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হ্যুরত উসমান (রাঃ) এর তথাকথিত মৃত্যুর জন্য যতটা নয়, বরং একটা সুমহান ঐতিহ্যবাহী পবিত্র প্রথার মৃত্যুর জন্য তদপেক্ষা বেশী উৎকষ্টায় পড়েছিলেন মহানবী (সা:)। এই শপথকে “বায়আতুর রিয়ওয়ান” বলা হয়ে থাকে। “বায়আতুর রিয়ওয়ান” দ্বারা বুবায় যে এ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ যারা শপথ করেছিলেন, তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন।

فُلْ لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَعْوَابِ سَتُّدْ عَوْنَ إِلَى
قَوْمٍ أُولَئِي بَأْسٍ شَدِينِي تُقَا تِلْوَهُ كُوئِيلُونَ
فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۝ وَإِنْ
تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّتُمْ قَمْ قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا^⑯

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى السَّرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ بَغْرِيْبٍ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا^⑯

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبْعُونَكَ نَحْنَ
الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَيْنَةً
عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَنِعْمَ قَرِيبًا^⑯

২০। এবং (এর ফলে) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলক্ষ সম্পদ^{১৭৭} (দান করলেন যা) তারা সংগ্রহ করেছিল। আর আল্লাহ্ মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

২১। আল্লাহ্ তোমাদের (আরো) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলক্ষ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন^{১৭৮} যা তোমরা লাভ করবে। এরপর তিনি এ (যুদ্ধলক্ষ সম্পদ) তোমাদের তাৎক্ষণিকভাবে দান করলেন এবং ^كলোকদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন যেন এ (ঘটনা) মুমিনদের জন্য এক বড় নির্দশন হয়ে যায় এবং যেন তিনি তোমাদের সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

২২। এ ছাড়া আরেকটি (বিজয়)^{১৭৯} রয়েছে যা তোমরা এখনো লাভ করনি। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৩। আর অঙ্গীকারকারীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। তখন তারা কোন অভিভাবক এবং কোন সাহায্যকারী পাবে না।

★ ২৪। ^كএমনটিই আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত রীতি যা পূর্বেও (কার্যকর) ছিল এবং আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত রীতিতে তুমি কখনো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

দেখুন : ক. ৫৪১২ খ. ১৭৪৭৮, ৩৩৬৩, ৩৫৪৪।

২৭৭৫। মুসলমানদের মনের উপর আল্লাহ্ তাআলাই দৃঢ় প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হলো, মাত্র ১৫০০ মুসলমান নিজ বাসভূমি থেকে বহু দূরে, বঙ্গ-বাঙ্গবহীন, শক্র পরিবেষ্টিত অবস্থায় এমন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের স্বীয় কেন্দ্রস্থলে অপগমানজনক শর্তে সন্ধির পরিবর্তে মরণ-পণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

২৭৭৬। “আসন্ন বিজয়” অর্থাৎ যে বিজয় নাগালের মধ্যে এসে গেছে। এই শব্দগুলো দ্বারা খয়বরের বিজয়কে বুবিয়েছে। ইহুদীদের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ ও বড়যন্ত্র চরমে উঠেছিল, বরং খয়বর ছিল এই যত্যন্ত্রাদির আড়াখানা ও কেন্দ্রভূমি। তাই হৃদায়বিয়া থেকে ফিরে মহানবী (সা:) খয়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে কেবল এ সকল সাহাবীই শরীক ছিলেন, যারা তাঁদের সাথে হৃদায়বিয়াতেও ছিলেন।

২৭৭৭। ‘মাগানিমা কাসীরা’ অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত শক্র পরিত্যক্ত মালামাল। ‘আসন্ন’ যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে, তাতে পরাজিত শক্র কাছ থেকে বহু মালামাল লাভেরও ভবিষ্যত্বাণী রয়েছে। এই ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী ‘খয়বরের যুদ্ধ’ মুসলমানগণ বহু ‘মালে গনিমত’ পেয়েছিলেন।

২৭৭৮। এই আয়াতে উল্লেখ্যকৃত গনিমতের মাল বলতে খয়বরের যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আরব দেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইসলামী-বিজয়ের যে অব্যাহত ধারা বয়ে গেল তাতে যে সব শক্র-পরিত্যক্ত মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, সেই মালামালকেই বুবিয়েছে। কিন্তু ‘তিনি এ (যুদ্ধলক্ষ সম্পদ) তোমাদের তাৎক্ষণিক ভাবে দান করলেন’ বাক্যটি খয়বরের যুদ্ধে প্রাণ মালে গনিমতকে জন্য এক শাস্তির যুগের সূচনা হয়েছিল।

২৭৭৯ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَعَانِمَ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

وَعَدَ كُلُّهُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ
لَكُمْ هُنَّ بِهِ وَكَفَ أَيْنِيَ النَّاسُ عَنْكُمْ وَلَيَكُونَ
أَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبِهِ دِيَرَكُمْ حِرَاطًا قُسْتَقِيَّاً

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ رُوَاعَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

وَلَوْ قَنَّلْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَآ الْأَذْبَارُ ثُخَرَ
يَمْجُدُونَ وَلَيَأْتِيَ وَلَا نَعْصِيَّا

سُلْطَةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَنْ تَعْدَ
لِسْلَطَةِ اللَّهِ تَبَدِّلْ يَلْلَامِلاً

২৫। আর তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের ওপর তোমাদের বিজয় দান করার পর তাদের হাত তোমাদের ওপর থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের ওপর থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন^{২৭৩০}। আর তোমরা যা কর তা আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন।

২৬। যারা ^১অস্বীকার করেছিল, ‘মসজিদুল হারাম’ (এ প্রবেশ করা) থেকে তোমাদের বাধা দিয়েছিল এবং কুরবানীর পশুগুলোকে সেগুলোর নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তারাই (তোমাদের শক্র ছিল)। আর (মক্কায়) যদি এরূপ মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী না থাকতো, যাদেরকে তোমরা না চেনার কারনে নিজেদের পায়ের নিচে পিষে ফেলতে সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে অঙ্গাতসারে তোমাদের ক্ষতি^{২৭৩১} সাধিত হতো। (তাই তিনি তোমাদের নিবৃত্ত রেখেছিলেন) যেন আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ কৃপার অঙ্গুরুক্ত করেন। তারা (অর্থাৎ মু’মিনরা) যদি (মক্কা থেকে) সরে যেত তাহলে আমরা অবশ্যই অস্বীকারকারীদের যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দিতাম।

★ ২৭। (শ্মরণ কর) যারা অস্বীকার করেছিল তারা যখন নিজেদের অন্তরে অহমিকা অর্থাৎ অঙ্গাতপূর্ণ অহমিকা পোষণ করেছিল তখন ^২আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর এবং মু’মিনদের ওপর তার প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাকওয়ার বাণীর সাথে তাদের একাত্ম করে দিলেন। আর এরাই এ (প্রশান্তি) ^৩[৯] লাভের অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত (লোক) ছিল^{২৭৩২}। আর ^৪ ১১ আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৮:৩৫, ২২:২৬ খ. ৯:২৬

২৭৩১। ‘আরেকটি (বিজয়)’ দ্বারা খয়বরের বিজয়ের পর মুসলমানদের জন্য আরো বিজয় নির্ধারিত আছে বলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

২৭৩০। মুসলমানদের ঐ সময়কার সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবং পরবর্তিতে তা থেকে দীর্ঘস্থায়ী সুফল লাভের প্রেক্ষিতে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হৃদায়বিয়ার সঙ্গে এক বিরাট বিজয় ছিল। এই আয়াতে বিজয়ের কথাগুলোর আরো একটি অর্থ হতে পারে। তা হলো হৃদায়বিয়া আগমনের পূর্বেও আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সা:১)কে বদরের যুদ্ধে বিজয় দিয়েছিলেন, উহুদের মহা সংকটময় অবস্থার পরও ইসলামী বাহিনী সহ মহানবী (সা:১)কে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে এনেছিলেন, খন্দকের যুদ্ধে ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য মক্কাবাসীদের সম্মিলিত আক্রমণকে প্রতিহত ও ব্যর্থ করে শক্তর বিরাট ক্ষতি সাধন করেছিলেন। এইসব ঘটনাকেই এক অর্থে কাফিরদের উপর মু’মিনদের বিজয়-লাভ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

২৭৩২। মক্কায় তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও বাস করছিলেন। হৃদায়বিয়াতে সঙ্গে না হয়ে যদি মুসলিম বাহিনী ও মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেত তাহলে মুসলিম বাহিনী অজাতে মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে হত্যা করতে পারতো এবং এরূপ ঘটলে তাদের নিজেদের অপূরণীয় ক্ষতি হতো। তদুপরি এটা হতো একটা ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ও অপমানজনক কাজ, যা শক্তদের অপপ্রচারের হাতিয়ার হতে পারতো।

২৭৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَنْدِيَكُمْ
عَنْهُمْ بِطْلَنَ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرْتُمْ عَلَيْمُ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْسَلُونَ بَصِيرًا^{১৫}

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ السَّبِيلِ الْحَرَامِ
وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَنْ تَبْلُغُ مَحْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ
تَطْهُمْ فَتُصِيبَنَكُمْ فِي هُنْهُرٍ مَعْرَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْلَا يَلْوَأُ
لَعْدَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا^{১৬}

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْجُنُونَ
الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَزْمَمَهُمْ كُلَّهُ التَّقْوَى وَكَانُوا
أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^{১৭}

২৮। নিশ্য আল্লাহ্ তাঁর রসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে পূর্ণ করে দেখালেন^{৭৮৩}। আল্লাহ্ চাইলে তোমরা তোমাদের মাথা কামানো ও চুল ছাঁটানো অবস্থায় অবশ্যই নিরাপদে (ও) নির্ভয়ে ‘মসজিদুল হারামে’ প্রবেশ করবে। সুতরাং তিনি তা জানতেন যা তোমরা জানতে না। আর এ ছাড়া তিনি আরো একটি আসন্ন বিজয় (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

২৯। ক্ষতিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে (সব) ধর্মের (সব শাখায়) সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত করেন^{৭৮৪}। আর খ্সাক্ষী হিসাবে আল্লাহহি যথেষ্ট। *

★ ৩০। মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সাথে আছে গ়তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর (এবং) পরম্পরের প্রতি কোমল^{৭৮৫}। তুমি তাদেরকে ঝুক্কুরত ও সিজদারত (অবস্থায়) দেখতে পাবে। গ়তারা আল্লাহরই কাছ থেকে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চায়। সিজদার প্রভাবে তাদের চেহারায় তাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রয়েছে। এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যা তওরাতে^{৭৮৬} আছে। আর ইঞ্জিলে এক শস্যক্ষেত্রের সাথে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যা (প্রথমত) নিজ অঙ্কুর উদগত করে, এরপর একে শক্ত করে, এরপর এটি মোটা হয়ে

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّعَيَا بِالْحَقِيقَ لَتَنْخُلْ
الْسَّجْدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ لَعَلَّكُمْ
دُوْسَكُمْ وَمُقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعِلْمَ مَا لَمْ
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَخَافُوا بِهَا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِيقَ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

عَمَّتْ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَادَ عَلَى الْأَقْرَبِ
رَحْمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرْهُمُهُمْ لَكُمْ سَعْدًا يَتَبَغُونَ فَضْلًا
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ فِي
أَشْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيهِ وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ قَلْزَرْعَ أَخْرَجَ شَطَّهُ فَازْرَهُ فَاسْفَلَهُ

দেখুন : ক. ৬১৪১০ খ. ৪৪১৬৭, ১৩৪৪৪, ২৯৪৫৩ গ. ৯৪১২৩ ঘ. ৫৯৪৯

২৭৮২। মক্কাবাসীদের এক চিরাচরিত ঐতিহ্য ও নিয়ম ছিল যে চারটি পবিত্র মাসে ‘কাবার যিয়ারত ও তাওয়াফ’ অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ বর্হিত্ব থাকবে। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মক্কা-প্রবেশ ও উমরাহ পালনের ক্ষেত্রে মক্কার গৌগলিকেরা মিথ্যা-গৌরব ও জাতীয় অহঙ্কারের দোহাই দিয়ে তাদেরকে বাধা দিল। তখন আল্লাহ্ তাঁর রসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর স্বীয় শান্তি ও স্বত্ত্ব অবতীর্ণ করলেন। যদিও তারা সঁক্ষির অবমাননাকর শর্তাবলীর কারণে অত্যন্ত মনঃকুণ্ড হয়ে পড়েছিলেন তথাপি তারা তাদের প্রিয়তম নেতার ইচ্ছা ও নির্দেশে এত উচ্চমার্গের সংযম ও দৈর্ঘ্য প্রদর্শন করেছিলেন যে কাফিরদের এই অন্যায়ের মুখেও তারা আনুগত্য ও ধর্মপরায়ণতার পথকে বিসর্জন দেননি। এরপর বিরল ও মহতী দৃষ্টান্ত কেবল মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের দ্বারাই স্থাপন করা সম্ভব ছিল।

২৭৮৩। এখানে নবী করীম (সাঃ) এর সেই স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে, যাতে তিনি দেখেছিলেন, তিনি কাবা-গৃহ প্রদক্ষিণ করছেন (বুখারী)। তদন্যায়ী তিনি ১.৫০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ‘উমরাহ’ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। যদিও এই সূরাতে পরিষ্কারভাবে, দৃঢ়তর সাথে বলা হয়েছে যে মহানবীর স্বপ্ন নিশ্য সফল হবে এবং মুসলমানেরা নিশ্যই ‘উমরাহ’ পালনের জন্য কাবায় উপস্থিত হবে তথাপি কুরায়শদের বাধা দানের ফলে তা বাস্তবায়িত হলো না। মহানবী (সাঃ) এর এই মক্কা-গমনের অনেক সুফলের কথা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘটনা একটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে আল্লাহর নবীগণ পর্যন্ত স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করতে কখনো কখনো সম্ভবত আপাত দৃষ্টিতে ভুল করতে পারেন। হৃদয়বিয়ার সঁক্ষির শর্ত অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) পরবর্তী বৎসরে সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন এবং স্বপ্নটি অক্ষরে পূর্ণ হয়।

২৭৮৪। এই আয়াত অতি সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যত্বাণী করছে যে ইসলাম নিশ্যই পরিণামে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হবে।

★ [এ আয়াতে পথিকীর সব ধর্মের ওপর ইসলামের জয়যুক্ত হওয়ার ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে তো বাহ্যিকভাবে মক্কাবাসীদের ওপরও জয় লাভের সৌভাগ্য হয়নি। এটি এক অতুলনীয় মাহাত্ম্যপূর্ণ ভবিষ্যত্বাণী যে ইসলাম গোটা বিশ্বে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭৮৫। এই দুটি প্রয়োজনীয় গুণই উন্নতিশীল সুযোগ্য জাতির বৈশিষ্ট্য, যারা ধরা-পৃষ্ঠে যুগ-যুগান্তরে ঘটনা-প্রবাহে নিজেদের চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। কুরআনের অন্যত্র (৫:৫৫) বলা হয়েছে, সত্যিকার সৎ মুসলমান তারাই যারা নিজেদের মধ্যে দয়ালু ও বিনয়ী, কিন্তু অবিশ্বাসীদের শক্তার মোকবিলায় কঠোর ও অবিচল।

২৭৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

যায় এবং নিজ কান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। এটি ক্ষককে
আনন্দিত করে যেন অস্বীকারকারীরা তাদের (দেখে) ক্ষেপে
ওঠে। তাদের মাঝ থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে
[৩] আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রূতি
১২ দিয়েছেন।

فَأَسْتَوْيَ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرَّزَاعَ لِغَيْظِ بِهِمْ
الْكُفَّارُ وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦﴾

২৭৮৬। ‘তাদের দৃষ্টান্ত যা তওরাতে আছে’ বাক্যাংশ দ্বারা বাইবেলের এই বর্ণনাকে বুঝিয়েছে-‘তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হইতে
আসিলেন.....ফারান পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন এবং দশ সহস্র পবিত্র আস্তাসহ আগমন করিলেন (বিতীয় বিবরণ
৩৩:২)। “ইঞ্জীলে এক শস্যক্ষেত্রের সাথে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে” বলতে বাইবেলের এই নীতি-গল্পকে বুঝিয়েছে-“দেখ, একজন
বীজবপক বীজ বগন করিতে গেল। বগনের সময় কিছু বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর
কিছু বীজ পাষাণয় ভূমিতে পড়িল, যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে তাহা শীঘ্ৰ অঙ্কুরিত হইয়া
উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল, কিছু বীজ কাঁটাবনে পড়িল তাহাতে কাঁটা গাছ
বাঢ়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, আর কিছু বীজ ভূমিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল, কিছু শত শুণ কিছু ষাট শুণ ও কিছু ত্রিশ
শুণ”(মাথি১৩:৩-৮)/ প্রথম বিবরণটি নবী করীম (সাঃ) এর সাহারিগণের উপর প্রযোজ্য হয়। ইঞ্জীলের নীতিবাহী বর্ণনাটি ঈসা (আঃ)
এর সদৃশ প্রতিশ্রূত মহামনী মসীহের অনুসারীদের উপর প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে। তারা অতি নগণ্য প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে ধীরে
বিরাট বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তারা ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাতে থাকবে,
যে পর্যন্ত ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ না করে। বিরগন্ধবাদীরা এবং প্রতিপক্ষ ধর্মগুলো তখন ঈর্ষাপরায়ণতার সাথে
এই ইসলামী নব অভ্যুত্থানের শক্তি-সামর্থ্য ও মর্যাদার দিকে বিশয়ে অভিভূত হয়ে তাকাতে থাকবে।